ম ঞ্চ সং বা দ 8

জুন-জুলাই ১৯৯৩ ☐ নাগরিক মঞ্চের সদস্য, সহযোগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

'ওপেক ইনোভেশন' লিকুইডেশনে ■ এম আর টি পি সিতে এ এস ই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা চালু থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে?

গত ওরা জুন ১৯৯৩ ওপেক ইনোভেশনস লিমিটেড কোম্পানীটিকে বি আই এফ আর লিকুইডেশনের জন্য হাইকোর্টে পাঠিয়েছেন। বি আই এফ আর-এর বাদল রায় এবং এম দত্তপানি যে আদেশ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, কারখানাটি লাভজনকভাবে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষ থেকেই প্রস্তাব না আসার ফলে লিকুইডেশনে পাঠানো ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এই আদেশে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে বি আই এফ আর প্রাথমিক তদন্তে 'ওপেক'কে 'ওয়াইণ্ডিং আপ'-এর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। তারপর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিরোধিতা, প্রস্তাব ও বিকল্প প্রস্তাবের আহ্বান জানানো হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আম্বালাল সারাভাই এন্টারপ্রাইজের কর্তৃপক্ষ স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ওপেক ইনোভেশন কিনতে ইচ্ছুক আর বি চন্দক এ্যাণ্ড সন্স-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে এটা জানিয়ে রাজা সরকার বারবার শুধু সময় চায়। ফলে সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বি আই এফ আর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিগ্রহণে ইচ্ছুক নতুন 'প্রোমোটার' এর সঙ্গে যে চুক্তিটি হয়েছে সেটি পেশ করে না। ১৯৮৭ সাল থেকে চলে আসা কেসটির নিষ্পত্তি অতএব জরুরি হয়ে পড়ে এবং লিকুইডেশনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় নাগরিক মঞ্চ'র তরফে ১৯৯১-এর আগস্টে বি আই এফ আর-এর শুনানিতে উপস্থিত হয়ে বলা হয়েছিল, 'ওপেক ইনোভেশন' কোম্পানিটি এককভাবে কোনো সময়েই লাভজনক হবে না। এ এস ই ১৯৮২ সালে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই কোম্পানিটিকে স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে আলাদা করা হয়েছিল। শুধু ১০ কোটি টাকার আর্থিক লোকসান এবং ৯১৯ জন কর্মচারীকে স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে বার করে 'ওপেক' নামে সম্পত্তিবিহীন এক সংস্থার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী ৮৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত 'ওপেক'কে ওষুধের লাইসেন্স এবং ফার্মাফর্মুলেশন বিভাগটি দেওয়া হয় নি। ফলে জন্মমুহূর্ত থেকেই ওপেক অস্তিত্ববিহীন একটি সংস্থা ৮২ সালে জন্ম নিয়ে '৮৭ সালেই রুগ্ন শিল্প-তালিকায় ঠাঁই পায় এবং বি আই এফ আর-এ যায়।

আমরা শুনানিতে হাজির হয়ে বি আই এফ আরকে জানাই যে কীভাবে পেনিসিলিনের মতো জীবনদায়ী ওষুধ উৎপাদন ইচ্ছাকৃতভাবে কম রেখে বা বন্ধ করে এবং স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে বরোদায় নিজেদের কোম্পানিতে অর্থ পাচার করে এ এস ই কর্তৃপক্ষ একে রুগ্ন করে তুলছে এবং সিকা আইয়ের ২৪ নং ধারা অনুযায়ী সে ব্যাপারে তদন্ত করার আবেদন জানাই। কিন্তু বি আই এফ আর আমাদের বলে, অভিযোগের বিচার করার উপযুক্ত আইনী সংস্থার কাছে যেতে।

এরপর আমরা ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে এম আর টি পি ভুক্ত কোম্পানি স্ট্যাণ্ডার্ড ও ওপেকের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার আবেদন জানাই এম আর টি পি কমিশনে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার এম আর টি পি কমিশনে শুনানিতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে তথ্য সহকারে বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা হয়। অবশেষে এ বছর ১৭ এপ্রিল এম আর টি পি সি থেকে এ এস ই কর্তৃপক্ষকে আমাদের বক্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়। এ এস ই জবাব দিয়েছে পরবর্তী শুনানি শুরু হবার মুখে।

এখন দেখা যাক এতে লাভ কার হল: (১) ওপেককে লিকুইডেশনে পাঠানোয় আম্বালাল সারাভাই কর্তৃপক্ষের লাভ। কারণ এর ফলে ১০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক এবং এফ আই-দের দিতে হবে না।

(২) ন'শর অধিক শ্রমিককে তাদের চাকরির পাওনাগণ্ডা কিছুই দিতে হবে না।

(৩) 'ওপেক'এর সম্পত্তি কিছুই নেই। ফলে এ এস ই-র কোনো ক্ষতি হবে না।

(৪) রাজ্য সরকার নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্রেফ সময় নিয়ে বি আই এফ আর-কে দিয়ে কারখানা তুলে দিতে সাহায্য করল। নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সরকার বর্তমান স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস কর্তৃপক্ষকেই সহযোগিতা করেছে।

বি আই এফ আর-এর শেষ শুনানি হয় ১২.১১.৯২তে। আমরা উপস্থিত হয়ে এম আর টি পি সিতে কেসটি শুরু হয়েছে। সে কথা লিখিতভাবে জানাই। 'ওপেক' এর রুগ্নতার কারণ এবং সুস্থ করার জন্য যে সব প্রস্তাব 'অপারেটিং এজেন্সি' এবং ব্যাঙ্ক সহ সবাই বলেছেন, আমরা শুরু থেকেই সে কথা বলে এসেছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বারংবার আবেদন জানিয়েছি। তবু ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় তদন্ত না করে 'ওপেক' ও স্ট্যাণ্ডার্ডের মার্জ করার যথেষ্ট আইনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বি আই এফ আর সে কাজটি করেনি এবং রাজ্য সরকার তাকে বলে নি। এ ব্যাপারে শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি যিনি মন্ত্রী হওয়ার আগে এই কারখানারই একজন কর্মচারী ছিলেন, তাঁর অকর্মণ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আজকের এই অবস্থার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

বি আই এফ আর-এর বেঞ্চ সদস্যরা জানতেন, নাগরিক মঞ্চ'র পক্ষ থেকে এম আর টি পি সিতে এ এস ই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে কেস করা হয়েছে তা চলছে, সেখানকার কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়া অবধি তাড়াহুড়ো করে এই 'ওয়াণ্ডিং আপে'র সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? ■

ই এস আই হাসপাতালে রোগীদের খাবার বয়কট

৩০ এপ্রিল, ৯২ মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের রোগীরা খাবার বয়কট করেন। রোগীদের দাবি: (১) নিম্ন মানের খাবার সরবরাহ বন্ধ করতে হবে, (২) খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী, সময়মত এবং পরিচ্ছন্নভাবে সরবরাহ করতে হবে, (৩) প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করতে হবে, (৪) সময়মতো এক্সরে করতে হবে, চিকিৎসা দেরী করা চলবে না, (৫) অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে আলোচনা ও প্রতিশ্রুতির পর রোগীরা খাবার বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

প্রসঙ্গত, প্রায় একবছর আগে নাগরিক মঞ্চ সহ ৩০টি সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল এই হাসপাতালের তৎকালীন সুপারের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে নোংরা পুকুরের জল দিয়ে রান্না করা সহ তথ্য প্রমাণ সহযোগে হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থার স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি এক্সরে, ওষুধ, মর্গ ,পথ্য, ব্লাড ব্যাঙ্ক, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির সুবন্দোবস্তোর দাবি ছিল। তৎকালীন সুপার কোনো অভিযোগ সম্বন্ধেই আলোচনা করতে অস্বীকৃত হন এবং পরবর্তী কালে রোগী ও কর্মীদের মধ্যে প্রতিনিধিদল সম্বন্ধে ভীতিমূলক প্রচার চালান। এর প্রতিবাদে মঞ্চ সহ ৩০টি সংগঠনের পক্ষে হাসপাতাল চত্বরে একটি লিফলেট বিলি করা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে রোগী ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হয়। এরই একবছর পরে ঠিক একই দাবির ভিত্তিতে রোগীদের এই খাদ্য বয়কট আন্দোলন। আন্দোলন চলাকালীন পরিদর্শনে গিয়ে মঞ্চের প্রতিনিধিদল জানতে পারেন: এপ্রিল ৯৩, সংরক্ষণের অভাবে প্রায় ৭০ বোতল রক্ত ধাপায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। রক্ত সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও কর্মচারিরা নানা জায়গায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে রক্ত সংগ্রহ করছেন। প্রসঙ্গত, ২৩ মার্চ ৯৩ শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন: "ই এস আই মানিকতলা হাসপাতালে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। সারাদিন খোলা থাকে।" মরদেহ সংরক্ষণের অবস্থার কথাও প্রতিনিধিদল শুনেছেন। যদিও ১৭ আগস্ট ৯২ ই এস আই ডিরেক্টর জানিয়েছিলেন, ৯২-এর ডিসেম্বর থেকে এখানে মর্গ চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৭৫ টাকার স্কুলকর্মী, চাকরি ১৯ বছরের

মাত্র ৭৫ টাকা মাস মাইনেতে কলকাতারই একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে বহাল রয়েছেন বিজয় কুমার ঘোষ। তাঁর ১৯ বছরের চাকরি আজও পাকা হয়নি। 'নো ওয়ার্ক নো পে' শর্তে তাঁর কাজ। কোর্ট-কাছারি করেও কোনও ফল হয়নি।

● পরের পাতায়

১৯৭৪ সালে বিজয় ঘোষ মধ্য কলকাতার তালতলা হাইস্কুলে 'নো ওয়ার্ক নো পে' শর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে যোগ দেন। তখন বেতন ছিল ৩০ টাকা। ১৯৭৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ টাকা। দৈনিক ২ টাকা হিসেবে। ১৯৭৫ সালের ২০ এপ্রিল স্কুলের ম্যানিজেং কমিটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় 'and his wages be fixed Rs. 2/- per day. এবং সেই মজুরিতে তাকে কতটুকু কাজ করতে হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তীকালে (১৬.১২.১৯৭৮) একটি নোটিশ দিয়ে। এগারো দফা সেই কাজের তালিকায় ছাত্রদের রুটি বিলি করা, শিক্ষক শিক্ষিকাদের জল এবং টিফিন আনা প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ী পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক, ডি ডি পি আই এবং ডি আই অফিসে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজই রয়েছে। বামফ্রন্ট শাসিত এই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ্যে এইসব বেআইনি কাজ চলছে ১৯ বছর ধরে।

১৯৭৮ সালে তাঁর বেতন বেড়ে দাঁড়ায় মাসে ৭৫ টাকা। এরপর একসময় সেই স্কুলে শিক্ষকের পদ খালি হলে তিনি ওই পদের জন্য আবেদন করেন। চতুর্থ শ্রেণীর একজন ক্যাজুয়াল কর্মীর 'স্পর্ধা' দেখে চটে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন যে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নেওয়া যাবে না। স্কুল কর্তারা ক্ষেপে গিয়ে বিজয়বাবুর মাস মাইনে আটকে দেন। এবার তিনি মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে। এতসবের মধ্যে ৬ বছর বেতন পাননি বিজয় ঘোষ।

শেষ পর্যন্ত গত বছর মামলায় জিতে আবার ৭৫ টাকা করে বেতন পেতে শুরু করেছেন তিনি। হাইকোর্টের রায়ে (সেপ্টেম্বর ১৯৯২) বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার জানান, বিজয়বাবুকে কাজে পুনর্বহাল করতে এবং বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে। ৭৫ টাকা মাইনের কাজ ফিরে পেলেও বিজয় ঘোষ বকেয়া টাকা আদায় করতে পারেন নি। স্কুল কর্তাদের দুর্ব্যবহারও সমানে চলেছে।

শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে রেড ব্যাঙ্কে লক-আউট : ১৩ জনের প্রাণহানি

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানে ১৫ জুন রাত্রে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন। মে মাস থেকে চা বাগানটি কর্তৃপক্ষ লক আউট করেছে। ঘটনার পর ২১শে জুন বাগানটি আবার খুলেছে। রেড ব্যাঙ্ক-এর তিনটি বাগান। নতুন আধুনিক চা বাগান এটি। এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে, এর বর্তমান পরিচালক রবীন পাল এবং এর একজন ডিরেক্টর হলেন সাংসদ অমল দত্ত। পূর্বতন মালিক ছিলেন কংগ্রেসের ধীরেন ভৌমিক, রেখা ভৌমিকরা। এই বাগানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার ইউ বি আই-এর। ফেব্রুয়ারি মাসের আগে পর্যন্ত ১২০০ শ্রমিকের প্রায় সবাই সিটু শ্রমিক সংগঠন করতেন। বাগানের সিটু ইউনিয়নের সভাপতি এবং সম্পাদক সহ ১০২৪জন শ্রমিক একটি আলাদা শ্রমিক সংগঠন গড়েন যা পরে আই এন টি ইউ সি ভুক্ত হয়। সিটু সংগঠন-এর জেলা নেতৃত্ব ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের সংগঠন পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে যে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান না করেই ম্যানেজমেন্ট এবং প্রশাসনের দ্বারা ভয়ভীতি সন্ত্রাস চালু করেন। ঘটনার দিন সিটু আশপাশের বাগানের বেশ কিছু শ্রমিক ও রেড ব্যাঙ্কের তাদের সমর্থক নিয়ে মিছিল করে এবং যে বস্তিতে (সেন্ট্রাল লাইন) সিটু থেকে বেরিয়ে যাওয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক বাস করে সেখানে গিয়ে প্রথমেই বস্তিতে ভাঙচুড় শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে যে ক্ষোভ এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছিল তার ফলে মারখাওয়া শ্রমিকরা পাল্টা আক্রমণ করে যেহেতু বাগানে ইতিমধ্যেই তাঁরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে সিটুর সমর্থকদেরই প্রাণহানি ঘটে। ঐদিন গণ্ডগোলের পরিকল্পনা যে সিটুর ছিল তার প্রমাণ তারা গাছ দিয়ে, গর্ত খুঁড়ে রাস্তা আটকে রেখেছিল যাতে পুলিশ না ঢুকতে পারে। সিটুর সমর্থকরা পুলিশকে বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয়নি ঘটনার সময়। পূর্বপরিকল্পনা মত যখন ভিতরে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, পুলিশকে আটকে রাখা সিটু সমর্থকদের ধারণা হয়েছিল তাদের সমর্থকরা লড়াই করছে এবং বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সিটু 'শিক্ষা' দিচ্ছে। তার ফলেই এই বেদনাদায়ক ১৩টি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শাসককদলের দুর্নীতিপরায়ণ শ্রমিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যেখানেই শ্রমিকরা প্রতিবাদ করছেন, সেখানেই দলীয় সমাজবিরোধীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এটা কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। ক্রমশ মারখাওয়া শ্রমিক মারমুখী হচ্ছে। এটা হচ্ছে সমস্ত শ্রমিকের রুটিরোজগার বাঁচানোর মরিয়া উদ্যোগ।

প্রকাশক : নাগরিক মঞ্চ, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৮৫-র পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওষুধ ব্যবসায়ীদের দ্বারা শ্রমিক নেতা আক্রান্ত

বাগড়ি মার্কেটের নীচে গত ৩০ এপ্রিল এক পথসভায় ওষুধ ব্যবসায়ী গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হল সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের অন্যতম নেতা প্রাণতোষ ব্যানার্জী। হোলসেল মেডিসিন ডিলারস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে দীর্ঘদিন ধরেই অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন বিভিন্ন ব্যাপারে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। বাগড়ি মার্কেট ওষুধ কর্মচারীদের ৮ ঘন্টা কাজ, নিয়োগপত্র ন্যূনতম মজুরি, ডি এ প্রভৃতির আন্দোলন সক্রিয় সহযোগী AWBSRU সেই কারণেই মালিকদের কুনজরে পড়ে। ৩০ এপ্রিল যৌথসভা পণ্ড করেই মালিকরা ক্ষান্ত হয়নি। পরবর্তীকালেও শ্রমিকদের ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। পুলিশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আক্রান্ত প্রাণতোষকেই গ্রেপ্তার করে। লক আপে আহত প্রাণতোষের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। গুন্ডা মালিক ও তাদের সহযোগী পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি প্রতিবাদ পত্র পাঠান। Police Commissioner Lal Bazar Street, Cal – 700 001, (2) Secretary, Area Committee, BCDA, C/O Star Media, Mehata Building, 55 Canning Street, Calcutta 700 001.

কানোরিয়া জুট মিলে আক্রান্ত সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন

কানোরিয়া জুট 'সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর নেতা সেখ বরজাহানকে কারখানার ভেতরে মালিকের পোষা গুন্ডাবাহিনী গত ২৭শে মে প্রচন্ড মারধোর করে। বর্তমান পরিচালক পাশারির কিছু দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্কে ব্যাপক আকারে শ্রমিকদের মোহমুক্তি ও সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যোগদানই এই আক্রমণের কারণ বলে জানিয়েছেন — সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সেখ নাজিবুর রহমান সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উপর এই সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে ৫ জুন কারখানার গেটে ১২ ঘন্টা ব্যাপী এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের প্রতিদিনের মজুরী থেকে ১১ টাকা কাটাউতি, ই এস আই ও পি এফ-এর টাকা জমা না দেওয়া অবসরপ্রাপ্ত ৪৫০ শ্রমিককে গ্র্যাচুইটি না দেওয়া, কারখানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে 'সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর লড়াই স্বার্থান্বেষী মহলের ভীতির উদ্রেক করেছে। তাই এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দলমতনির্বিশেষে শিল্প ও শ্রমিকদের স্বার্থে সকলকে একত্র হতে হবে।

মুদিয়ালি : পরের খবর

8 এপ্রিলের 'বিপন্ন মুদিয়ালি জলাশয়' কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব হাতে পাবার পর কলকাতার মেয়র ইন কাউন্সিল বস্তি উন্নয়ন ও পরিবেশ ডাঃ পূর্ণেন্দু ঝা-এর উদ্যোগে ১৮ মে ডেপুটি মেয়র মণি সান্যালের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে ৩৬টি সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন একটি প্রতিনিধিদল। মেয়র-ইন-কাউন্সিল (উদ্যান ও ক্রীড়া) আব্দুল আলিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় মুদিয়ালি উদ্যান সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে প.ব. সরকারের পরিবেশ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার। ৩৬টি সংগঠনে প্রতিনিধিদের বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্য সংগঠনের মতামত বিস্তারিতভাবে লিখে জানাতে ও কপি প. ব. সরকারের পরিবেশ দপ্তর ও চেয়ারম্যান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পাঠাতে বলা হয়। ডেপুটি মেয়র নিজেই পোর্ট ট্রাস্টকে চিঠি দিয়ে তাদের বক্তব্য জানতে চাইবেন — এরকম আশ্বাস দেন। ডাঃ পূর্ণেন্দু ঝা প্রতিনিধিদের কাছে মুদিয়ালি জলাশয় পরিদর্শনে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ২২ মে ডাঃ ঝা মুদিয়ালিতে ঘুরেও আসেন।

এরপর গত 8 জুন জনস্বার্থ সংক্রান্ত একটি মামলা বর্তমানে মাননীয় বিচারপতি শ্যামল সেনের আদালতে মামলার প্রধান উদ্যোক্তা নাগরিক মঞ্চ, প.ব. বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক মুদিয়ালি জলাশয় অধিগ্রহণ ও প্রকৃতি উদ্যানের ক্ষতিসাধন ছাড়াও এই মামলায় কলকাতা করপোরেশনের নগর উন্নয়ন প্রকল্প ও জলাজমি ভরাট নিষিদ্ধ করে গৃহীত সাম্প্রতিক আইন — এই দুটিকে অগ্রাহ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি মুদিয়ালি সমবায়ে কর্মরত ৪০০ মৎস্যজীবী পরিবারের বেঁচে থাকার অধিকার হরণের অভিযোগও এই মামলার অন্যতম বিচার্য বিষয়। আবেদনকারীরা তাই বিচারপতির কাছে প্রাথমিক ইনজাংশন দাবি করেন যাতে কলকাতা করপোরেশন, সি এম ডি এ প: বঃ পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ — এরা কেউই পোর্ট ট্রাস্টকে যেন ছাড়পত্র না দেয়।

গত ১৪ জুন এই মামলার শুনানি হয়। এবং বিচারপতি পোর্ট ট্রাস্টকে ঐ অঞ্চল ভরাট করা, প্রাকৃতিক উদ্যান ধ্বংস করা ও দূষণের কোনওরকম কারণ সৃষ্টি না করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেন।